বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
২২ মার্চ ২০০৪

এবছর বিশ্বপানি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'পানি ও দুর্যোগ:অবগত হোন এবং প্রস্তুতি নিন'। পানি বিষয়ক দুর্যোগসমূহ, যারে মধ্যে রয়েছে - বন্যা, খরা, হারিকেন, টাইফুন এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলোচ্ছাস, মানব জীবন এবং সম্পদের উপর চরম মূল্যের আঘাত হানে, লক্ষাধিক জনগন আক্রান্ত হয় এবং অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব সঞ্চারিত করে। সাধারনত দুস্থ এবং দরিদ্রজনগোষ্ঠী ব্যপকভাবে আক্রান্ত হলেও ২০০২ সালে মধ্য ইয়োরোপের শিল্পন্নোত জাতি সমূহকেও আমরা মারাত্মক ভুগতে দেখেছি। এগুলোকে যথার্থ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চালিয়ে দিতে যতই চেষ্টা করিনা কেন, এসকল ঝুকি ও বিপন্নতা বৃদ্ধিতে মানব কর্মকান্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তেল নিস:রন ও বিষাক্ততা সংক্রমনের মতো একান্ত মানব সৃষ্ট বিপর্যয় অবশ্যই আমাদের পানি সম্পদ বির্যয়ের কারন।

পানি সংক্রান্ত কারণে বিপন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার চাইতে আধুনিক সভ্যতার রয়েছে সুস্পষ্ট প্রধান্য । আমাদের আছে বিপুল জ্ঞান, এবং পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেই জ্ঞান পৌছে দেওয়ার ক্ষমতা। আমরা সেই বৈজ্ঞানিক উল্লফনেরও সুবিধাভোগী যা আমাদের আবহাওয়ার পুর্বাভাস, কৃষিকার্য, প্রকৃতিক সম্পদ ব্যাবস্থাপনা এবং দুর্যোগ প্রতিারোধ - প্রস্তুতি - সচেতনতাকে উন্নত করছে। নতুন প্রযুক্তিসমূহ আমাদের প্রচেষ্টায় কর্যকর সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র যৌক্তিক অবহিত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সাড়া দান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের সকল পর্যায়ে জনগনের অংশগ্রহণই দুর্যোগজনিত বিপন্নতা হ্রাস এবং বিশৃংখলাকে নিয়ন্ত্রনহীন বিপর্যয়ে রূপান্তর না হওয়া থেকে নিশ্চয়তা দিতে পারে ।

এবছর বিশ্ব পানি দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে 'বন্যা জনিত ক্ষতি হ্রাস নির্দেশাবলী' শীর্ষক একটি প্রকাশনা গুরুত্ব পেয়েছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, যুক্তরাস্ট্রের জাতীয় মহাসাগর ও পরিবেশ প্রশাসনের জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ, দূর্যোগহ্রাসে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কৌশল, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এবং উন্নয়ণ ও সহযোগীতার জন্য সুইস সংস্থার সহায়তায় প্রকাশিত এ নির্দেশাবলীটি সিদ্বান্ত প্রণেতাদের জন্য একটি পছন্দ তালিকা এবং নির্দেশিকা'। জানুয়ারী ২০০৫ জাপানের কোবে হেগো শহরে অনুষ্ঠিতব্য দূর্যোগ হ্রাস বিষয়ক আর্ন্তাতিক সম্মেলনে এরাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। আমি সকল উৎসাহী পক্ষের উদ্দেশে তাদের প্রশংসা করি।

পানি সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ হ্রাস ইস্যুর বাইরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বৈশ্বিক পানি সমস্যা মোকাবেলায় আরেকাট পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০০০ সালে রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিরপেক্ষ প্রপ্তি ও পর্যাপ্ত সরাবরাহ তরান্বিত করে এমন পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদের বিপর্যয়কর অপব্যবহার বন্ধের ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছিলেন। ২০০২ তে টেকমউ উন্নয়নের উপর শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০০৫ সাল নাগাদ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পানি দক্ষতা প্লান্ট উন্নয়নের বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্ব পানি সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সাড়া দান যথেষ্ট আন্তরিক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর অপর্যাপ্ততা আছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অর্ধেকও অর্জন করতে হলে নিরাপদ সুপেয় পানি পাচ্ছেনা বা যেগানে সমর্থ নয় এমন লোকের অনুপাতে আমাদের প্রতিদিন আরো ২৭০,০০০ নতুন পানি সংযোগ তৈরীর প্রয়োজন হবে। পয়নিষ্কাশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আরো অত্যাবশ্যক। অনেক সরকার আর অসংখ্য সিভিল সোসাইটি দলগুলোর নিরলস প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছিনা, বরং সচরাচর কাজের থেকেও এটার জরুরী প্রয়োজনতাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে চাইছি।

এটা মাথায় রেখে আমি পানি ও পয়নিষ্কাশন বিষয়ক একটি উপদেষ্টা সভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যার প্রধান হবেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রুইথারো হাসিমোতো। সভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, টেকনিকাল এক্সপার্ট, জনসচেতনায়, সরকারী কর্মক্ষেত্রে, গনমাধ্যমের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সুশিল সমাজ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। পানি ও পয়নিষ্কাশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, পানি ও পয়নিষ্কাশন প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং নতুন অংশীদারিত্বে উৎসাহিত হতে সভার অনন্য দক্ষতা ব্যাবহারে আমি অনুরোধ করেছি।

পানি হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের আশার কেন্দ্র। বিশ্ব পানি দিবসে আসুন বর্তমান ও আগামী দিনের কথা মনে রেখে পানি ইস্যুগলোতে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে নবায়ন করি।

** *** **